গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা-২ (সেবা)
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
(www.lrb.gov.bd)

স্মারক নং ৩১.০২.০০০০.০১২.৩৯.০০১.১৮.১৬৩

তারিখ : ১৭ ফাল্গুন ১৪২৪ / ০১ মার্চ ২০১৮

বিষয় : অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণের সাথে ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে

সূত্র: ৩১.০২.০০০০.০১৪.১০.০০২.১৬.৬৮০ তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভা ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সূত্রোস্থ স্মারকের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। সভার গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিবেদন ইতোমধ্যে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) হতে পাওয়া গেছে যা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঝিনাইদহের ন্যায় তাঁর কার্যালয় হতেও উল্লেখিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) পাতা

(কাজী মেরাজ হোসেন)
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
☎ ৯৫৬৬৭৩৬
ই-মেইল: dlrc3@lrb.gov.bd

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
..... জেলা (সকল)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সদস্য (প্রশাসন/ভূমি ব্যবস্থাপনা), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৪। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
৫। জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
৬। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
৭। জনাব অজয় কৃষ্ণ সাহা, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা। তাকে পত্রটি ভূমি সংস্কার বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য বলা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
ডায়েরী নং.....
তাং.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ
রাজস্ব (এসএ) শাখা।
www.jhenaidah.gov.bd

ভূমি সংস্কার বোর্ড
চেয়ারম্যান এর কার্যালয়
ডায়রী নং.....
তারিখ.....
সদস্য (প্রশাসন)
সদস্য (ভূমি ব্যবস্থাপনা)

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪৪০০.০০৮.১৭.০০৩.২০১৮- ২০০

তারিখ: ১০ ফাল্গুন, ১৪২৪
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

বিষয় : অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সাথে ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : স্মারক নং- ৩১.০২.০০০০.০১৪.১০.০০২.১৬-৬ ৬৮০, তারিখ : ৩১/১২ /২০১৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-১১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সাথে ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত ছকে প্রেরণ করা হলো:

অনুচ্ছেদ নং	গৃহীত ব্যবস্থা
৩.১	অত্র জেলায় ৪৮১০-পৌর কর, ৪৮১৯- পানি ও ৪৮২১- বিদ্যুৎ বিল খাতে কোন বরাদ্দ নেই এবং এ সকল খাতে বরাদ্দের প্রয়োজন নেই। ৪৮১৬- টেলিফোন ও ৪৮১৭- ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট খাতের বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করা হচ্ছে।
৩.২	প্রতি অর্থ বছরের প্রারম্ভেই সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সঠিক বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণ করা হয়।
৩.৩	ভ্রমণ ব্যয় বিল, বদলী ব্যয় বিল, মুদ্রণ-বাঁধাই, প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার (আইটি সামগ্রী) ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, কম্পিউটার (আইটি সামগ্রী) মেরামত ও সাধারণ মেরামত উপখাতে সঠিক বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণ করা হয়।
৩.৪	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
৩.৫	সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব অফিসওয়ারী প্রণয়ন করে তা জরুরীভিত্তিতে ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩.৬	চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর পত্র প্রেরণ করতঃ সংশ্লিষ্ট শাখাকে দৃষ্টি আকর্ষণ পত্র দেওয়া হবে।
৩.৭	বাজেটে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয় বিষয়টি মাসিক রাজস্ব সভায় আলোচনা করা হয়।
৪.৩.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ নভেম্বর/২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.১৩৫.১৬-৫৫৩ নং স্মারকের আলোকে ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
৪.৩.২	ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য অনলাইনে আপডেট করা হচ্ছে এবং এর হার্ডকপি প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করা হচ্ছে।
৪.৩.৩	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক জমির ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করার জন্য এবং রেজিস্টার- II তে লাল কালিতে দাবি নির্ধারণ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৪.৩.৪	মাঠ পর্যায়ে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ ও আদায়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে বিভিন্ন সংস্থার দাবী আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪.৩.৫	রিটার্ন- III প্রাপ্তির পর তা যাচাই করে অনুমোদনান্তে সহকারী কমিশনার (ভূমি) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মাসিক/পাক্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানাবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অনুমোদন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা রিটার্ন- III এর অনুলিপি তার দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে ভূমি মালিকদের অবগতির নিমিত্ত টানিয়ে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৫.১	বেসিক কম্পিউটার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম শুরু হলে নিম্নস্বাক্ষরকারী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
৫.২	ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মচারীবৃন্দের বেসিক কম্পিউটার, বাংলা টাইপিং, স্ক্যানারের ব্যবহার এবং নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।
৫.৩	ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মচারীবৃন্দ একজনও যাতে বেসিক কম্পিউটার ও বাংলাদ টাইপিং বিষয়ে বাদ না পড়ে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৫.৪	ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে যেসকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে মনোনয়ন প্রদান করা হয় তাদের যথাসময়ে প্রশিক্ষণের জন্য অবমুক্ত করা হয়।
৫.৫	উপজেলা পর্যায়ে ই-নামজারি বিষয়ক ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ যাতে ফলপ্রসুভাবে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

(চলমান পাতা দ্রষ্টব্য)

৫.৬	ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে বেসিক কম্পিউটার ও ই-নামজারি বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয় সেগুলো নির্ধারিত সময়ে সঠিক ও কার্যকর/ ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৫.৭	প্রশিক্ষণ সমাপ্তির ৭ কার্য দিবসের মধ্যে বিল ভাউচার সমন্বয়পূর্বক ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৫.১০	ই-নামজারির বিষয়ে জনসচেতনতা ও সেবা প্রার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় (ব্যানার, বিলবোর্ড, মাইকিং, সভা-সেমিনার ইত্যাদি) প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকেও অনুরুপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৫.১১	উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জনবল/ শূন্য পদ পূরণের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬.১	ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬.২	MIS এর তথ্যসমূহ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৬.৩	ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে (জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন) বিদ্যমান শূন্য পদসমূহের তথ্য গত ০১-০২-১৮ তারিখের ০৫.৪৪.৪৪০০.০০৮.০৭.০৪২.১৮-৪৫ নং স্মারকে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৭.২	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করা হচ্ছে।
৭.৩	অধস্তন অফিসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন তদারকি করা হচ্ছে।
৭.৪	জেলা পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা/ মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে।
৮.১	নামজারি প্রস্তাবে অবশ্যই চিটা নকশা যুক্ত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮.২	নামজারির ক্ষেত্রে সর্বশেষ জরিপ ও সর্বশেষ দলিল/ উত্তরাধিকারের বেশী কোন কাগজপত্র দাবী না করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮.৩	১২ (বার) বছরের বেশী হওয়া নামজারি নথি বিধিমত বিনষ্ট করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮.৪	রিভিউ মামলা অবশ্যই SA & T Act এর ১৫০ ধারা মতে গ্রহণ করতে এবং রিভিউ মামলাকে বিবিধ মামলা হিসেবে উল্লেখ না করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮.৫	নামজারি আদেশ হওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট অফিসের ROR সংশোধন নিশ্চিত করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮.৬	ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করথার্থে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রদত্ত ১৪ দফা নির্দেশনা ১০০% বাস্তবায়ন করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮.৭	সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার ও জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের পরামর্শ/ নির্দেশনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হচ্ছে।

22/2/18

(খোদেজা খাতুন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ঝিনাইদহ।

চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/ এ
ঢাকা, ১০০০।

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪৪০০.০০৮.১৭.০০৩.২০১৮- /১(৬)

তারিখ: ফাল্গুন, ১৪২৪ / ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

অনুলিপি প্রেরণ অবগতি ও কার্যার্থে-
সহকারী কমিশনার (ভূমি)----------, ঝিনাইদহ (সকল)।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ঝিনাইদহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা-২ (সেবা)
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ ঢাকা, ১০০০
(www.lrb.gov.bd)

স্মারক নং ৩১.০২.০০০০.০১৪.১০.০০২.১৬.৬৮০

তারিখ: ১৭ পৌষ ১৪২৪ / ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিষয়: অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সাথে ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভা ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভূমি অফিসসমূহে জনগণের হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়, ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য অনলাইনে আপডেট, মানব সম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব প্রশাসনের লোকবল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অত্রসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৩ (তিন) ফর্দ

(মোঃ রেজাউল কবীর)
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
ফোন-৯৫৬২৬৭১
ই-মেইল: alrc2@lrb.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সদস্য (প্রশাসন/ভূমি ব্যবস্থাপনা), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ সিলেট/খুলনা/রংপুর/বরিশাল/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৫। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/রংপুর/বরিশাল বিভাগ।
৬। জেলা প্রশাসক..... জেলা (সকল)।
৭। সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩/৪/৫/৬, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৮। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)..... জেলা (সকল)।
৯। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা- ২ (সেবা)
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.lrb.gov.bd

বিষয়: অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণের সাথে ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়	:	২৯ নভেম্বর ২০১৭ ও ৩০ নভেম্বর ২০১৭, সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	ভূমি সংস্কার বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।

সভায় কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'

২৯ নভেম্বর ২০১৭ ও ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ডে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা, চট্রগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ বিভাগের অধীন জেলাসমূহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারবৃন্দ ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ দিন দুর্নীতি দমন কমিশন এর মহাপরিচালক (বিশেষ তদন্ত) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ২য় দিনে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল বিভাগের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারবৃন্দ ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ দিন দুর্নীতি দমন কমিশন-এর কমিশনার (অনুসন্ধান), ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব আব্দুল জলিল আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১.১। সভাপতি সমন্বয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে উভয় দিন সভার কাজ শুরু করেন। সূচনা পর্বে সভাপতি বলেন যে ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ পর্যায়ের কার্যাবলীকে সমন্বয় করে একই ধারায় নিয়ে আসার জন্যই মূলত এ সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন (i) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, (ii) সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সকল উপজেলা ভূমি অফিসে ২০১৮ সালের মধ্যে ই-মিউটেশন চালু করাসহ সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ, (iii) ভূমি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি বিশেষ করে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার নিকট প্রাপ্য বিপুল পরিমাণ বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, (iv) যথাযথ ও সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণসহ ভূমি অফিসসমূহে জনগণের হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১.২। ১ম দিনের আলোচনায় সম্মানিত অতিথি দুর্নীতি দমন কমিশন এর মহাপরিচালক (বিশেষ তদন্ত), জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বলেন সরকারি অফিসে সেবা নিতে গেলে ঘুষ দিতে হয় এটাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী যা খুবই দুঃখজনক। তিনি আরো বলেন ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও হয়রানির অভিযোগ তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়। দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দেশব্যাপী আয়োজিত গণশুনানিতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণকে প্রদেয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সেবার মান বৃদ্ধি ও নিশ্চিতকল্পে দূর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি অফিসসমূহে বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত ১৪ দফা নির্দেশনা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এ বিষয়গুলো ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে জনগণের হয়রানিমুক্ত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। দেশে দুর্নীতি বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

২.১। ২য় দিনে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে জনাব আব্দুল জলিল, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করে বলেন কৃষি জমি প্রতিনিয়ত কমছে। জমির শ্রেণি পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু রেকর্ডে শ্রেণি পরিবর্তন করা হচ্ছে না। শ্রেণি পরিবর্তন না হওয়ায় সঠিক ও যথাযথ ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ ও আদায় করা যাচ্ছে না, এতে জমি অধিগ্রহণে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ অন্য মন্ত্রণালয়ের অধীন থাকাতেও সমন্বয়ের সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। রেকর্ডসমূহ মিউটেশনের পর আপডেট করা হয় না। আইনের বিধানসমূহ যথাযথ প্রতিপালন করা হয়না। সরকারি জমি জবর-দখলের বিরুদ্ধে মাঠ পর্যায়ে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়না।

তিনি আরো বলেন, ভূমির মালিকানার রেকর্ডসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ করা হচ্ছেনা, রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণের আধুনিক কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্বব্যাংকের কিংবা টি আই বি রিপোর্টে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে দুর্নীতি হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজের বিভাগকে নিজস্ব বলে ধারণ করেন না, বিভাগীয় কার্যাবলী ও আইন-কানুন বিষয়ে পড়াশোনা করেন

না, ফলে নিজের বিভাগের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা অস্পষ্ট। নিজের কাজও যথাযথভাবে বোঝেন না, ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় মানুষ হয়রানির শিকার হয় ও কাজে কোন অগ্রগতি হয় না। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নামজারির জন্য বেশী সেবাপ্রার্থী ভূমি অফিসে আসেন এবং এখানেই বেশী ঝামেলায় পড়েন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে সেবা প্রার্থীদের বিভ্রান্ত করেন। নামজারির জন্য সর্বশেষ জরিপের পর্চা ও সর্বশেষ দলিল ছাড়া আর কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার কিংবা বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন না। অথচ এসব কর্মকর্তাই ভূমি ব্যবস্থাপনার মূল তদারকি কর্মকর্তা। তিনি সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিজ নিজ কাজের দিকে নজর দেয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের সকল শূন্য পদ পূরণের জন্য জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণকে জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করেন।

২.২। আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে দুর্নীতি দমন কমিশন এর কমিশনার (অনুসন্ধান), ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশে দুর্নীতির উৎস, বিকাশ ও দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলার উপর জোর দেন। তিনি বলেন বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। গ্লোবাল কনটেক্সট-এ আমরা ২৫ ধাপ এগিয়ে থাকলেও সুশাসনে আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে, আইন করে সব কিছু করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণকে সাব রেজিস্ট্রার অফিস পরিদর্শন এবং RTI ও NIS অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি দুদক প্রদত্ত ১৪ দফা সুপারিশ কঠোরভাবে প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

মূল আলোচনা পর্বে আলোচ্যসূচি অনুসারে ধারাবাহিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

৩। বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনা:

সভায় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব ও সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-৪ জনাব বিকাশ বিশ্বাস এবং উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩, কাজী মেরাজ হোসেন, মাঠ পর্যায়ের জেলা (এস.এ এল.এ) শাখা, উপজলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণ ও ব্যয়ের যাবতীয় তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ''৪৬৩২-জেলা কার্যালয়, ''৪৬৩৩-উপজেলা কার্যালয় ও ''৪৬৩৪-ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ'' কোডে প্রাপ্ত বরাদ্দ, দেশের ৬৪টি জেলার এস,এ শাখা, এল.এ শাখা, ৫০৭ টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ৩৪৫৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বিভিন্ন উপখাতে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রদান/ছাড় করা হয়েছে, উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ কিভাবে এবং কতটুকু খরচ/ব্যয় করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় উপস্থাপিত তথ্য/উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, দেশের বিভিন্ন জেলার এস,এ শাখা/এল,এ শাখা, উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন উপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় হয়নি। চলতি অর্থ বছরে যেন কোন খাতের বরাদ্দ অব্যয়িত না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে অর্থের চাহিদা সঠিকভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে আলাকপাত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩.১। দেশের সম্পদ সংগ্রহ/আয় বিবেচনায় বাস্তবসম্মতভাবে অর্থের চাহিদা প্রেরণ ও ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ যেমন, ৪৮১০-পৌর কর, ৪৮১৬-টেলিফোন, ৪৮১৭-ফ্যাক্স/ইন্টারনেট, ৪৮১৯-পানি, ৪৮২১-বিদ্যুৎ বিল সঠিকভাবে পরিশোধপূর্বক কোন খাত যাতে বকেয়া না থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। পৌর করের অর্থের চাহিদা প্রেরণের পূর্বে যথাযথভাবে তা যাচাই করে প্রেরণ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ
৩.২। প্রতি অর্থ বছরের প্রারম্ভেই সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি যেমন মূলবেতন এবং ৪৭০৯-শ্রান্তিবিনোদন ভাতা বাবদ কত অর্থের প্রয়োজন হবে তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক র চাহিদা প্রেরণ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৩.৩। ভ্রমণ-ব্যয় বিল, বদলী ব্যয় বিল, মুদ্রণ-বাঁধাই, পেট্রোল-লুব্রিক্যান্ট, প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার (আইটি সামগ্রী) ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, কম্পিউটার (আইটি সামগ্রী) মেরামত ও মটরযান মেরামত ও সাধারণ মেরামত-উপখাতে কত অর্থের প্রয়োজন হবে তা সঠিকভাবে নির্ণয়পূর্বক চাহিদা প্রেরণ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৩.৪। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৩.৫। দেশের সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব অফিসওয়ারী প্রণয়ন করে তা প্রদত্ত ছকে জরুরি ভিত্তিতে ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ

৩.৬। মাঠ পর্যায় থেকে প্রেরিতব্য পত্রাদি চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড বরাবর প্রেরণ করে সংশ্লিষ্ট শাখাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৩.৭। বাজেটে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয় বিষয়টি প্রতি মাসিক রাজস্ব সভায় আলোচনা করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ

৪.১। ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় সংক্রান্ত আলোচনা:

সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-৫, বীথি দেবনাথ, ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপস্থাপন করেন। বোর্ডের উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, জনাব কাজী মেরাজ হোসেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.১৩৫. ১৬.৫৫৩ নং স্মারকটি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পত্রে সরকারী সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বস্ত্র ও পাট অধিদপ্তর ইত্যাদির ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায় বিবরণীতে যে পার্থক্য দেখা যায় তা নিরসনার্থে ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক কয়েকদফায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একটি কার্যবিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং সকল জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার দাবি ও আদায় বিবিরণী প্রেরণ করার জন্য তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণকে অনুরোধ করেন। জেলা হতে উক্ত বিবরণী প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমন্বিত বিবরণী ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

এ প্রসংগে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রেলপথ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন বিভাগের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন করের দাবির বিষয়টি আলোকপাত করে বলেন ঐ সকল সংস্থা তাদের নিজ নিজ দপ্তরের নির্দেশনার অজুহাতে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে কালক্ষেপণ করেন। তাছাড়া তারা তাদের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির অব্যবহৃত অংশ বিভিন্নভাবে ইজারা প্রদান করে যা বিধিসম্মত নয়। চট্রগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন চট্রগ্রাম জেলার ভূমি উন্নয়ন কর অক্টোবর/২০১৭ মাসে বেশী আদায় হয়েছে। তাছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণী ও আদায়ের বিষয়ে জটিলতা আছে বলে মন্তব্য করেন। বান্দরবন জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির শ্রেণি পরিবর্তনে বিভিন্ন জটিলতার বিষয় উল্লেখ করেন।

৪.২। ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য অনলাইনে আপডেট সংক্রান্ত আলোচনা: সভায় দেশের যে সকল জেলা ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য অনলাইনে আপডেট করেছে তার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এ প্রসংগে সুনামগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তথ্য আপডেটের বিষয়টি অবহিত নন বলে জানান। এ প্রসংগে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড জানান যে, দেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের একজন কর্মচারীকে ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য অনলাইনে আপডেট করার বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণকে বিগত ৩০/১০/২০১৭ তারিখে ৩১.০২.০০০০.০১৫. ০১.০১৩.১৭-২৬১ নং স্মারক মোতাবেক সংযুক্ত ছকে ৭ টি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ভূমি উন্নয়ন করের দাবির তথ্য ভূমি সংস্কার বোর্ডে জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। খুলনা বিভাগের উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার, জনাব এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, বিভিন্ন সংস্থার দাগ ভিত্তিক জমির পরিমাণ উল্লেখ করে তালিকা প্রণয়নপূর্বক ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণসহ আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪.৩.১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ নভেম্বর/২০১৭ তারিখে ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭. ১৩৫.১৬-৫৫৩ নং স্মারকের আলোকে ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত সভার কার্যবিরণীর সিদ্ধান্ত নং ১,৩,৪,৫,৬,৮ বাস্তবায়ন করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সংশ্লিষ্ট সংস্থা।
৪.৩.২। ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য অনলাইনে আপডেট করতে হবে এবং এর হার্ডকপি প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
৪.৩.৩। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক জমির ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করবেন। অবশ্যই রেজিস্টার-II তে লাল কালিতে দাবি নির্ধারণ করতে হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এটি নিশ্চিত করবেন।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি), • ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ
৪.৩.৪। মাঠ পর্যায়ে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ ও আদায়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে বিভিন্ন সংস্থার সাথে নিয়মিত সমন্বয় সভা করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ, • সংশ্লিষ্ট সংস্থা

৪.৩.৫। রিটার্ন-III প্রাপ্তির পর তা যাচাই করে অনুমোদনান্তে সহকারী কমিশনার (ভূমি) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মাসিক/পাক্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানাবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অনুমোদন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা রিটার্ন-III এর অনুলিপি তার দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে ভূমি মালিকদের অবগতির নিমিত্ত টানিয়ে রাখবেন।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ, • ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ

৫. খ) মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা:

মোছাঃ নাদিরা আখতার, সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-৬, ভূমি সংস্কার বোর্ড, জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও ই-নামজারি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, a2i এর সাথে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সম্পাদিত MOU অনুযায়ী ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ১টি ব্যাচে মাস্টার ট্রেইনার, ১ম পর্যায়ে ৬টি ব্যাচে ৫৬ টি উপজেলা এবং ২য় পর্যায়ে ৯ টি ব্যাচে ৫০ টি উপজেলার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ১০৬টি ব্যাচে ব্যাবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে মাঠ পর্যায়ে ই-নামজারি কর্যক্রম শুরু করেছেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ ই-নামজারি কার্যক্রমের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি সভাকে জানান যে, বর্তমানে চালুকৃত ই-নামজারি সফটওয়্যারটি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সফটওয়্যারের তুলনায় উন্নতমানের। বিশেষতঃ মাঠ পর্যায়ে ভূমি সেবা সহজতর করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে চালুকৃত সকল উদ্যোগকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও সমন্বিত করে ভূমি সংস্কার বোর্ড Land Information Management System (LIMS) সফটওয়ার টি প্রস্তুত করে। পরবর্তীতে a2i এ সফটওয়ার এর বিভিন্ন কারিগরি দিক পর্যবেক্ষণ করে এর সাথে আরো কয়েকটি বিষয় সন্নিবেশ করেছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ই-মিউটেশন চালু করা হয়। সংশ্লিষ্ট সিস্টেমে ইলেকট্রনিক Signature এর মাধ্যমে খতিয়ান/পর্চা প্রদান করা যাবে। সভাপতি সভায় আরো জানান যে, ই-নামজারির বিষয়টি একটু Advance Level এর এতে ব্যবহারকারীদের কোথাও কোথাও অসুবিধা হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে ভূমি অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে Basic Computer প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫.১। বেসিক কম্পিউটার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য যেসব ক্ষেত্রে একাধিক উপজেলা নির্ধারণ করা হয়েছে ঐসব ক্ষেত্রে একটি উপজেলাকে স্থির করে প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণ এ প্রশিক্ষণে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। এতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারকে সংযুক্ত রাখতে হবে।	• বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৫.২। ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মচারীবৃন্দের বেসিক কম্পিউটার, বাংলা টাইপিং, স্ক্যানারের ব্যবহার এবং নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৫.৩। ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মচারীবৃন্দ একজনও যাতে বেসিক কম্পিউটার ও বাংলা টাইপিং বিষয়ে বাদ না পড়ে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিশ্চিত করবেন।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৫.৪। ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে যেসকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে মনোনয়ন প্রদান করা হয় তাদের অবশ্যই যথাসময়ে প্রশিক্ষণের জন্য অবমুক্ত করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক , • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
৫.৫। উপজেলা পর্যায়ে ই-নামজারি বিষয়ক ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ যাতে ফলপ্রসুভাবে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৫.৬। ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে বেসিক কম্পিউটার ও ই-নামজারি বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয় সেগুলোর নির্ধারিত সময়ে সঠিক ও কার্যকর/ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক , • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৫.৭। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির ৭ কার্য দিবসের মধ্যে বিল ভাউচার সমন্বয়পূর্বক ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৫.৮। ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে পর্যাপ্ত ও উন্নতমানের ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সরবরাহ করতে হবে।	• বাজেট শাখা, ভূমি সংস্কার বোর্ড
৫.৯। ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে বরাদ্দকৃত ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সঠিকভাবে ও যত্নসহকারে ব্যবহার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।	• সহকারী কমিশনার (ভূমি), • ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ

৫.১০। ই-নামজারির বিষয়ে জনসচেতনতা ও সেবা প্রার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় (ব্যানার, বিলবোর্ড, মাইকিং, সভা-সেমিনার ইতাদি) প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে।	• জেলা প্রশাসক , • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ ও • ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ
৫.১১। দেশের সকল উপজেলা ভুমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জনবল/শূন্য পদের তালিকা জেলাওয়ারি প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং দ্রুততার সাথে শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক বিষয়গুলো তদারক করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ

৬। <u>রাজস্ব প্রশাসনের লোকবল সংক্রান্ত আলোচনা:</u> আলোচনার সূচনায় সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১, জনাব মোহাঃ আকবর আলী মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান শূন্য পদের চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। এতে দেখা যায় সহকারী কমিশানার (ভূমি)সহ, কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন উপ-ভূমি সহকারী কর্মকর্তার বিপুল পরিমাণ পদ শূন্য রয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণ জানান যে, মাঠ প্রশাসনে বিপুল পরিমাণ পদ শূন্য থাকায় জনগণকে সেবা প্রদানে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অবিলম্বে শূন্য পদসমূহ পূরণ হওয়া প্রয়োজন। সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১ সভাকে আরো জানান যে ভূমি সংস্কার বোর্ডের Management Information System (MIS) এ জেলা/উপজেলা হতে তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে না। তিনি তথ্যসমূহ হালনাগাদ করার পদ্ধতি সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬.১। ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান শূন্য পদসমূহ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• বিভাগীয় কমিশনার, • জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
৬.২। MIS এর তথ্যসমূহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৬.৩। ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে (জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন) বিদ্যমান শূন্য পদসমূহের তথ্য আগামী ৩১.১২.২০১৭ তারিখের মধ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ

৭। <u>বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত আলোচনা:</u> আলোচনার সূচনায় সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-২, জনাব মোঃ রেজাউল কবীর সভাকে অবহিত করেন যে, চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) গত ১৫ জুন ২০১৭ তারিখে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণ এবং চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৭-২০১৮ গত ১৮ ও ১৯ জুন ২০১৭ তারিখে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৭-২০১৮ গত ২০ জুন ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৭-২০১৮ বাস্তবায়নের ৩ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অগ্রগতি প্রতিবেদন ভূমি সংস্কার বোর্ডে এসেছে। তিনি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ এর সমন্বিত ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। এটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কৌশলগত উদ্দেশ্য ভুক্ত প্রায় সকল কার্যক্রমের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি/অর্জন সন্তোষজনক নয়। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ পরস্পর সম্পর্কিত । এসব চুক্তিতে যেসব কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার বেশির ভাগই ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ যেমন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। সুতরাং মাঠ পর্যায়ের এসব অফিসের কর্মসম্পাদন তৎপরতার উপরই নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের সাফল্য। এজন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসমূহের বিশেষ করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৭-২০১৮ যথাযথ বাস্তবায়নের উপর এবং তাদের অর্জনগুলোকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-২ আরো বলেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন নিজ নিজ দপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ জন্য সুষ্ঠু ও যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের আলোকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীগণকে অবগত করেন। তিনি ২০১৭-

২০১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণের সময়সূচি সভাকে অবহিত করেন (১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর)-১০ অক্টোবর ২০১৭, ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২ জানুয়ারি ২০১৮, ১ম অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর) ২ জানুয়ারি ২০১৮, ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন (মার্চ-জানুয়ারি) ২ এপ্রিল ২০১৮। ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন) ৫ জুলাই ২০১৮, বার্ষিক অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-জুন) ৫ জুলাই ২০১৮)। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণকে অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭.১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৭.২। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
৭.৩। অধস্তন অফিসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
৭.৪। জেলা পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা/মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

৮। বিবিধ আলোচনা: সভায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবর্গ ও অংশগ্রহণকারীগণের দুই দিনের আলোচনার আলোকে শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণ বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রত্যাশা করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দুই দিনের আলোচনা পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮.১। নামজারি প্রস্তাবে অবশ্যই চিটা নকশা যুক্ত করতে হবে।	• অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৮.২। নামজারির ক্ষেত্রে সর্বশেষ জরিপ ও সর্বশেষ দলিল/উত্তরাধিকারের বেশী কোন কাগজপত্র দাবী করা যাবে না।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৮.৩। ১২ (বার) বছরের বেশী হওয়া নামজারি নথি বিধিমত অবশ্যই বিনষ্ট করে ফেলতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৮.৪। রিভিউ মামলা অবশ্যই SA & T Act এর ১৫০ ধারা মতে গ্রহণ করতে হবে। রিভিউ মামলাকে বিবিধ মামলা হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৮.৫। নামজারি আদেশ হওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট অফিসের ROR সংশোধন নিশ্চিত করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)
৮.৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করণার্থে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রদত্ত ১৪ দফা নির্দেশনা ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
৮.৭। সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার ও জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের পরামর্শ/নির্দেশনা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।	• জেলা প্রশাসক, • অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও • সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণের সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় সভায় সকলের অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বিতীয় দিনের আলোচনা শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
ও সভার সভাপতি